ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি সদূরপরাহত

বহু প্রতীক্ষিত ইসরাইল-ফিলিস্তিন সরাসরি শান্তি আলোচনা গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে শুরু হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উদ্যোগে শুরু হওয়া শান্তি আলোচনা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলে কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে এই আলোচনা। গত বছর গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলা, চলতি বছর পশ্চিম তীরে ইসরাইলের নতুন করে ইহুদি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা এবং দ্রুতই তা' বাস্তবায়ন শুরু সব শেষ গাজা অভিমুখী তুর্কি ত্রাণবাহী জাহাজে ইসরাইলি নৌকমান্ডোদের হামলা দীর্ঘদিন ধুকে ধুকে চলা মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়াকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়েছিল। মার্কিন দূত জর্জ মিশেলের মধ্যস্থতায় এবং একই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে শান্তি প্রক্রিয়ায় পালে হওয়া লাগতে শুরু করায় শান্তি পিয়াসী বিশ্ববাসী আরেক দফা আশার আলো দেখেছেন। ওয়াশিংটনে শুরু হওয়া ইসরাইল ফিলিস্তিন সরাসরি শান্তি আলোচনা আগামীতে তার প্রতিফলন পড়বে বলে তাদের বিশ্বাস। চলতি বছরের মাঝামাঝি পর্যায়ে ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করলে শান্তি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী চতুষ্টয় (জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাশিয়া) তীব্র প্রতিবাদ করে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের মধ্যপ্রাচ্য সফরের মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে ইসরাইলের সেই হটকারী সিদ্ধান্তে মার্কিন প্রশাসন কড়া মনোভাব প্রকাশ করে। তাতে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের ধারণা হয়েছিল হয়তো ঐ ইস্যুতে ইসরাইল-মার্কিন সম্পর্কে চিড় ধরবে। কিন্তু দিন দুই পরই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এক ঘোষণায় সবাই হতবাক। কারণ প্রেসিডেন্ট ওবামা বললেন-ইসরাইল-মার্কিন সম্পর্ক এমন মজবুত যা' সহসা ছিন্ন হওয়ার নয়। তবে মাঝে মাধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। আসলেই প্রেসিডেন্ট ওবামার বক্তব্য সঠিক। কেননা, ইসরাইল নির্বিচারে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর বোমা হামলা চালালেও সে ব্যাপারে টু শব্দটি করেননি। বরং আত্মরক্ষার্থে বা ক্ষুব্ধ হয়ে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলি ভূখন্ডে রকেট ছুঁড়লে তাকে ইসরাইলিদের মানবাধিকার লংঘন বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অবরুদ্ধ গাজা অভিমুখে আন্তর্জাতিক মহলের কেউ ত্রাণ নিয়ে এগিয়ে গেলে ইসরাইল তাতে নারকীয় হামলা চালিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র তখনও গাজার নিরন্ন মানুষের জন্য উদার হতে পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনে বৈরি দুই পক্ষের সরাসরি শান্তি আলোচনা কতটা সফল হবে সেটাই দেখার বিষয় ছিল। ২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিডে ইয়াসির আরাফাত ও এহুদ বারাকের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত এক শান্তি সমঝোতা হয়েছিল। উভয় পক্ষই শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কোন পক্ষই সে সমঝোতার দিক নির্দেশনা অনুসরণ করেননি। ফলে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্ষেত্র বিশেষে আগের তিক্ততা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। তার প্রমাণ অধিকৃত পশ্চিমতীরে নতুন করে আরো ইহুদি বসতি স্থাপনে ইসরাইলের একঘেয়ে মনোভাব। অথচ আগের ঐ সমঝোতায় তা বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, ইসরাইলি ভূ-খন্ডে সব ধরনের হামলা বন্ধের প্রতিশ্রুতি ছিল ফিলিস্তিনের পক্ষে। ইসরাইল যেমন তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মাঝে মধ্যেই ইহুদি বসতি সম্প্রসারণে ব্যস্ত থেকেছেন, ঠিক একইভাবে ফিলিস্তিনের দেয়া অঙ্গীকার বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে হামাস। পশ্চিম তীরের শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে যাওয়ার পর তারা একদিকে যেমন ইসরাইলের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে অন্যদিকে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসও তাদের সামাল দিতে অক্ষম। ইসরাইল ও ফিলিস্তিন উভয়ই শান্তি আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করলেও হামাস বরাবরই তার বিরোধিতা করে আসছে।

তা’ সত্ত্বেও দুই পক্ষ যখনই আলোচনার টেবিলে বসার চেষ্টা করেছে ঠিক তখনই হামাস তাদের হীনস্বার্থ চরিত্রার্থ করার লক্ষ্যে ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে দুই পক্ষ ছিঁটকে পড়েছে আলোচনার টেবিল থেকে। এবারের আলোচনা শুরুর আগেও হামাস চারবার এর বিরোধিতা করেছে। আরো একটি বিষয় হলো-খোদ ইসরাইলের পার্লামেন্টেও ইহুদি বসতি স্থাপন নিয়ে বিরোধিতার মুখে পড়েছে নেতানিয়াহর সরকার। একইভাবে স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী ও ধর্মীয় নেতারা পশ্চিমতীরে ইহুদি বসতি স্থাপনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত এমন একটি সমন্বিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হোক যা আগামী এক দশকে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র এর আগেও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একাধিক ফর্মুলা দিয়েছে। কিন্তু বরাবরই বাদ সাধে ইসরাইলের একগুঁয়েমি। কারণ অধিকৃত পশ্চিমতীর তারা হাতছাড়া করতে চায় না। আমরা চাই, দেরিতে হলেও দেশ দু’টির মধ্যে শান্তি ফিরে আসুক।